প্রথম আলো

তারিখ ... 28 JAN 2017
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ২ ... ....

# অনুমতি পেতে যাচ্ছে আরও কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়

## উদ্যোক্তাদের মধ্যে আছেন বিরোধীদলীয় নেতা, সাংসদ

**নিজস্ব প্রতিবেদক ●**

দেশে অনুমোদিত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ৯৫টি। এগুলোর অধিকাংশই শর্ত পূরণ করতে পারছে না। রয়েছে নানা অনিয়মের অভিযোগ। এর মধ্যেও রাজনৈতিক বিবেচনায় আরও কয়েকটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন দেওয়ার তোড়জোড় চলছে।

প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর উদ্যোক্তা হিসেবে বিরোধীদলীয় নেতা থেকে শুরু করে সরকারদলীয় একাধিক সাংসদ রয়েছেন। অনুমোদনের পূর্বপ্রস্তুতি হিসেবে প্রস্তাবিত কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় সরেজমিনে পরিদর্শন করেছে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি)।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও ইউজিসি সূত্রে এসব তথ্য জানা গেছে। তবে কতগুলো বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদন দেওয়া হবে, তা এখনো ঠিক হয়নি। ইউজিসির একজন কর্মকর্তা *প্রথম আলোকে* বলেন, সরকারের নির্দেশে তাঁরা সরেজমিন প্রতিবেদন দিচ্ছেন। পরবর্তী ব্যবস্থা নেবে শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

মন্ত্রণালয়ের একজন কর্মকর্তা বলেন, সরকারের শীর্ষ মহল থেকে যেগুলো অনুমোদন দিতে বলবে, সেগুলোর সারসংক্ষেপ পাঠানো হবে।

জানতে চাইলে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের সচিব সোহরাব হোসাইন এ বিষয়ে মন্তব্য করতে রাজি হননি।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন একজন কর্মকর্তা বলেন, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন দেওয়া হয় সরকারের শীর্ষমহলের নির্দেশে। এ জন্য কেউ কেউ এখন সরাসরি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে আবেদন করছেন। পরে সেখান থেকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে বলা হয়।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও ইউজিসি সূত্র বলেছে, প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে জাতীয় সংসদে বিরোধীদলীয় নেতা রওশন এরশাদের নামে ময়মনসিংহে 'রওশন এরশাদ ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি' অনুমোদনের বিষয়টি এগিয়ে আছে। এর অনুমোদন পেতে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে আবেদন করা হয়। পরে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে এ বিষয়ে প্রতিবেদন দিতে বলা হয়। কয়েক দিন আগে ইউজিসির একটি প্রতিনিধিদল ময়মনসিংহে গিয়ে প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা পরিদর্শন করেছে। বিশ্ববিদ্যালয়টির চেয়ারম্যান হিসেবে রওশন এরশাদ থাকলেও এর মূল ভূমিকায় আছেন মুহাম্মদ আবুল হোসেন নামের এক ব্যক্তি। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের বোর্ড অব ট্রাস্টির জেনারেল সেক্রেটারি। এতে তাঁর স্ত্রী, শ্যালকও রয়েছেন। এর আগে তিনি প্রাইম বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ক্যাম্পাস এবং অনিয়মের কারণে বন্ধ করে দেওয়া দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়ের একাংশ পরিচালনায় যুক্ত ছিলেন।

> অনুমোদনের পূর্বপ্রস্তুতি হিসেবে প্রস্তাবিত কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় সরেজমিনে পরিদর্শন করেছে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন

জানতে চাইলে আবুল হোসেন *প্রথম আলোকে* বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়টি রওশন এরশাদ করছেন, তাঁদেরও সঙ্গে রেখেছেন। আদালতের নির্দেশে প্রাইম ও দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয় আর চালাচ্ছেন না, বন্ধ করে দিয়েছেন।

ইউজিসির সূত্র বলেছে, জাতীয় সংসদের চিফ হুইপ আ স ম ফিরোজ পটুয়াখালীর লাউকাঠির খালিশাখালীতে 'সাউথ রীজন ইউনিভার্সিটি'র জন্য আবেদন করেছেন। ক্ষমতাসীন দলের আরেক সাংসদ র আ ম উবায়দুল মোকতাদির চৌধুরী ব্রাহ্মণবাড়িয়ার চিনাইরে 'ইউনিভার্সিটি অব ব্রাহ্মণবাড়িয়া' করতে চাইছেন। এটি ইতিমধ্যে পরিদর্শন করেছে ইউজিসি। একই দলের সাংসদ শামছুল আলম ভূঁইয়া চাঁদপুরের বাবুরহাটে 'অ্যাপোলো ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি' এবং সাবেক হুইপ এইচ এম গোলাম রেজা মিরপুরের সেনপাড়া পর্বতায় 'সিঙ্গাপুর ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ'-এর অনুমোদন পেতে চেষ্টা করছেন। এই দুটি বিষয়ে পরিদর্শন করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রতিবেদন জমা দিয়েছে ইউজিসি। এ ছাড়া আহমদ আল কবির সিলেট সদরের টিবি গেটে 'আর টি এম আল কবির টেকনিক্যাল ইউনিভার্সিটি' ও বাংলাদেশ বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘের সভাপতি এইচ এন ভেন সংঘনায়ক শ্রদ্ধানন্দ মহাথের মুন্সিগঞ্জে 'ইউনিভার্সিটি অব অতীশ দীপঙ্কর' স্থাপনের আবেদন করেছেন। এটির স্থানও পরিদর্শন করে প্রতিবেদন দিয়েছে ইউজিসি। আরও কয়েকটি পরিদর্শনের প্রক্রিয়ায় আছে।

গত আট বছরে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন সরকারের আমলে ৪১টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদনের ক্ষেত্রে দলীয় বিবেচনা প্রাধান্য পেয়েছে। বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের সময়ও দলীয় বিবেচনায় বেশ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন দেওয়া হয়।

**ব্যাখ্যা**

গত সোমবার *প্রথম আলোয়* প্রকাশিত 'স্থায়ী ক্যাম্পাসে যেতে গরজ নেই' শীর্ষক প্রতিবেদনের একাংশের বিষয়ে একটি ব্যাখ্যা দিয়েছে মানারাত ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি। তারা বলেছে, ২৮ জানুয়ারি আশুলিয়া মডেল টাউনে নিজস্ব ক্যাম্পাসের (দোতলা ভবন) উদ্বোধন ও শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হবে।

তবে বিশ্ববিদ্যালয়টির সূত্র বলেছে, আপাতত গুলশানের ক্যাম্পাসও থাকছে।